পাওয়ার অব অ্যাটর্নি

১. পাওয়ার অব অ্যাটর্নি প্রক্রিয়াকরণে কি কি কাগজপত্র প্রয়োজন ?

উত্তর: ক) মূল পাওয়ার অব অ্যাটর্নির দলিলপত্র,

খ) কর্তৃত্ব প্রদানকারী ব্যক্তির (Power Giver) বৈধ বাংলাদেশি পাসপোর্ট/জাতীয় পরিচয়পত্র/ ডিজিটাল (১৭ ডিজিট) জন্ম নিবন্ধন সনদ এবং বিদেশীদের ক্ষেত্রে নিজ দেশের পাসপোর্ট,

গ) কর্তৃত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তির (Power Receiver) বৈধ বাংলাদেশি পাসপোর্ট/জাতীয় পরিচয়পত্র/ ডিজিটাল (১৭ ডিজিট) জন্ম নিবন্ধন সনদ,

ঘ) কর্তৃত্ব প্রদানকারী এবং কর্তৃত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তির সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডসহ সাম্প্রতিক তোলা দুই কপি করে ছবি,

ঙ) ফি প্রদানের প্রমাণপত্র,

চ) ডাকে পাঠানোর ক্ষেত্রে অর্থ পরিশোধিত ও ঠিকানা লেখা ফেরত খাম,

২. পাওয়ার অব অ্যাটর্নি'র ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উপস্থিতি কি বাধ্যতামূলক ?

উত্তর: পাওয়ার অব অ্যাটর্নি'র ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উপস্থিতি বাধ্যতামূলক এবং আগমনের পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ করতে হবে। তবে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি'র দলিলপত্র সংশ্লিষ্ট দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/বিভাগ অথবা বাংলাদেশের অনারারি কনসাল জেনারেল কর্তৃক সত্যায়িত হলে ব্যক্তিগত উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নয়। সেক্ষেত্রেও পাওয়ার অব অ্যাটর্নি'র মূল দলিলপত্র বাংলাদেশ হাই কমিশন থেকে সত্যায়িত করতে হবে।

৩. ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি'র কার্যক্রম সম্পাদন করা সম্ভব কিনা ?

উত্তর: না, পাওয়ার অব অ্যাটর্নি'র দলিলপত্রে হাইকমিশনের কন্সুলার অফিসারের সম্মুখে স্বাক্ষর করতে হবে।

৪. পাওয়ার অব অ্যাটর্নি'র দলিলপত্রে হাইকমিশন থেকে সত্যায়িত করার পর পরবর্তী পদক্ষেপ কি?

উত্তর: বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন (endorse) গ্রহণ করতে হবে।

৫. পাওয়ার অব অ্যাটর্নি সম্পাদনে ফি বাবদ কত প্রদান করতে হয় ?

উত্তর: পাওয়ার অব অ্যাটর্নি'র ফি বাবদ প্রথম পৃষ্ঠার জন্য ১১ অস্ট্রেলিয়ান ডলার এবং পরবর্তী প্রতি পৃষ্ঠার জন্য ৬ অস্ট্রেলিয়ান ডলার প্রদান করতে হয়।

৬. বিয়ে/তালাকের ক্ষেত্রে পাওয়ার অব অ্যাটর্নির সুযোগ আছে কিনা ?

উত্তর: না, বিয়ে/তালাকের ক্ষেত্রে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি প্রদানের সুযোগ নেই।

ড্রাইভিং লাইসেন্স যাচাইকরণ:

১. ড্রাইভিং লাইসেন্স যাচাইকরণে কি কি কাগজপত্র দাখিল করতে হবে ?

উত্তর: ক) কন্সুলার অফিসার বরাবর আবেদনপত্র,

খ) বাংলাদেশি পাসপোর্টের কপি,

গ) ড্রাইভিং লাইসেন্সের কপি,

ঘ) ড্রাইভিং লাইসেন্স যাচাইকরণ ফি প্রদানের প্রমাণপত্র।

২. ড্রাইভিং লাইসেন্স হারিয়ে গেলে হাইকমিশন নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করে কিনা?

উত্তর: না, ড্রাইভিং লাইসেন্স হারিয়ে গেলে পুলিশে রিপোর্ট করে বিআরটিএ'র সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

২. ড্রাইভিং লাইসেন্স যাচাইকরণ ফি বাবদ কত প্রদান করতে হয় ?

উত্তর: ১৫ অস্ট্রেলিয়ান ডলার।

৩. ড্রাইভিং লাইসেন্স যাচাইকরণ প্রক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন হয় ?

উত্তর: আবেদনকারী ডাকে অথবা ইমেইলের মাধ্যমে আবেদনপত্র বাংলাদেশ হাই কমিশন, ক্যানবেরায় প্রেরণ করতে পারেন। হাইকমিশন আবেদনপত্র বাংলাদেশের বিআরটিএ অফিসে প্রেরণ করে। বিআরটিএ থেকে যাচাইকরণ রিপোর্ট পেলে হাইকমিশন সঠিকতার সার্টিফিকেট প্রদান করে।

৪. সাধরণত: যাচাইকরণ প্রক্রিয়ায় কত দিন সময় লাগে ?

উত্তর: সাধারণত: ৩০ দিনের মধ্যে যাচাইকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সনদ (পিসিসি) প্রাপ্তি বিষয়ে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

প্রশ্ন-১: পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সনদ প্রাপ্তির জন্য হাইকমিশন কি ধরণের নথি সত্যায়ন করে?

উত্তরঃ ক) বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট পুলিশ কমিশনার/পুলিশ সুপার/অফিসার ইন-চার্জের কাছে (আবেদনকারীর পাসপোর্টে উল্লেখিত স্থায়ী ঠিকানা অনুযায়ী) আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রে একজন ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে যে, আবেদনকারীর পক্ষে আবেদনটি জমা প্রদান করবেন এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট সংগ্রহ করবেন।

খ) বাংলাদেশ পাসপোর্টের ফটোকপি।

প্রশ্ন-২: পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সনদের সত্যায়ন করার জন্য আমাকে কি কি নথি জমা দিতে হবে?

ক) মূল পাসপোর্টসহ পাসপোর্টের ফটোকপি দাখিল করতে হবে। অথবা পাসপোর্টের একটি সত্যায়িত অনুলিপি দাখিল করতে হবে (সত্যায়িত অনুলিপি অবশ্যই অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ডের কোনও অনুমোদিত ব্যক্তির কাছ থেকে করা যেতে পারে যেমন কাউন্সিলর/জেপি/জিপি/শিক্ষক/নোটারি পাবলিক/সলিসিটর/সরকারি কর্মকর্তা দ্বারা)।

খ) ফি জমা প্রদানের প্রমাণপত্র।

গ) ডাকযোগে সেবাটি যদি পেতে চান তাহলে আপনার ঠিকানা সম্বলিত একটি ফেরত খাম আবেদন পাঠানোর সময় একত্রে প্রেরণ করতে হবে।

প্রশ্ন-৩: আবেদনের জন্য কি কোন নির্ধারিত ফর্ম আছে?

উত্তরঃ ফর্মটি পেতে এখানে ক্লিক করুন (https://www.bhcanberra.com/consular-services/other-consular-matters)।

প্রশ্ন-৪: সেবাটির জন্য কত ফি প্রদান করতে হবে?

উত্তরঃ ১৫ অ.ড.

প্রশ্ন-৫: ফি প্রদানের পদ্ধতি কি?

উত্তরঃ সেবাটির ফি প্রদান করতে এই লিংকে প্রবেশ করুন (https://www.bhcanberra.com/consular-services/modes-of-payments)।

প্রশ্ন-৬: হাইকমিশন থেকে সত্যায়িত করার পর কি করব?

উত্তরঃ হাইকমিশন থেকে আপনার কাগজপত্রগুলো সত্যায়ন করার পর বাংলাদেশ পুলিশের এই ওয়েবসাইটে তা আপলোড করুন। ওয়েবসাইট: http://pcc.police.gov.bd

প্রশ্ন-৭: বিদেশি নাগরিকদের জন্য সেবাটি পাওয়ার জন্য কি করতে হবে?

উত্তরঃ যে সকল দেশের দূতাবাস বা মিশন বাংলাদেশে আছে সে সকল দেশের নাগরিকগণ ঢাকাস্থ তাঁদের নিজস্ব দূতাবাসের মাধ্যমে এই সেবা গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারবে। কিন্তু যে সকল দেশের দূতাবাস বাংলাদেশে নেই, সে সকল দেশের নাগরিকগণ এই মিশনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবে।

প্রশ্ন-৮: বিদেশি নাগরিকগণ এই মিশনের মাধ্যমে আবেদন করতে হলে তাদের কি কি কাগজপত্র জমা প্রদান করতে হবে?

উত্তরঃ ক) বাংলাদেশ হাইকমিশন, ক্যানবেরা বরাবরে একটি আবেদন করতে হবে। আবেদনে বাংলাদেশে অবস্থান সম্পর্কিত সকল তথ্য প্রদান করতে হবে (কতদিন অবস্থান করা হয়েছে, অবস্থানকালীন ঠিকানা ও অবস্থানের উদ্দেশ্য)। বাংলাদেশে অবস্থানকালীন সময়ের পাসপোর্টের সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার ফটোকপি যেখানে নাম, ছবি, জন্ম তারিখ ও স্থান, পাসপোর্ট ইস্যু ও মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ, ভিসা এবং বাংলাদেশে প্রবেশ ও প্রস্থানের তারিখ উল্লেখ রয়েছে।

খ) বর্তমান পাসপোর্টের তথ্য সমৃদ্ধ পাতার ফটোকপি যেখানে নাম, জন্মতারিখ ও জন্মস্থান, পাসপোর্ট প্রদানের এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখ রয়েছে।

গ) বাংলাদেশে অবস্থানকালীন সময়ে পাওয়া কোন ফটো আইডি (যদি থাকে)।

ঘ) যদি আবেদনকারী নির্ভরশীল শিশু হিসেবে বাংলাদেশে বসবাস করেন তাহলে উপরে উল্লেখিত অনুরুপ কাগজের ফটোকপি অথবা বাবা, মা বা আইনি অভিভাবকের ওয়ার্ক পারমিট।

ঙ) ডাকযোগে সেবাটি যদি পেতে চান তাহলে আপনার ঠিকানা সম্বলিত একটি ফেরত খাম আবেদন পাঠানোর সময় একত্রে প্রেরণ করতে হবে।

চ) সেবাটির ফি প্রদানের জন্য এই লিংকে প্রবেশ করুন (https://www.bhcanberra.com/consular-services/modes-of-payments)।